সংবাদ

তারিখ 23.1.83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

013

বিনামূল্যে বইয়ের বেসাতি ?

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বই স্কুলগুলোতে না পৌঁছলেও অজানা পথে ধরে বাজারে এসে হাজির হতে শুরু হয়েছে। এ দু'টি শ্রেণীর বই বিনামূল্যে দেয়ার কথা রয়েছে। তাই বইগুলো যাওয়ার কথা সরাসরি স্কুলে। কিন্তু রাজধানীর কোন স্কুলই জানে না, কবে নাগাদ সে বই আসবে—আদৌ আসবে কিনা। কারণ কোন স্কুলের কাছ থেকে এখনো নাকি জানতে চাওয়া হয়নি কি তাদের চাহিদা—কত ছাত্র সংখ্যা, কত বই লাগবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ খবরেই উল্লেখ রয়েছে যে, অজানা পথে যেসব বই এরই মধ্যে বাজারে এসে গেছে সেগুলোর ওপর স্পষ্ট করে ছাপ মারা রয়েছে 'বিনামূল্যে বিতরণের'। বাজারের বইয়ের দোকানগুলো নিশ্চয়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই বিনামূল্যে বিতরণের দায়িত্ব নেয়নি। কোন দোকানের সেটা কাজও না। কি উদ্দেশ্যে এসব বই বাজারে এলো সে প্রশ্নের চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো কি করে এলো। বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের যদি বই দেয়ার উদ্দেশ্যই থেকে থাকে তবে তার উপযুক্ত জায়গাই হচ্ছে স্কুল।

বিনামূল্যে যখন বিতরণ করা হচ্ছে তখন স্কুলের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কত তার ছাত্রের সংখ্যা এবং সে অনুযায়ী বই সরবরাহ করা হলে স্কুলগুলো সঠিকভাবে সেগুলো ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। এটাই সঠিক উপায়। অথচ অবাক লাগছে যে, শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে প্রায় এক-মাস পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাজধানীরই স্কুলগুলো খবর জানে না যে, কি হতে যাচ্ছে। স্কুলে বই পাঠাতে হলে আগে তো জানতে হবে কি তার চাহিদা। আন্দাজ করে তো আর তা পাঠানো যাবে না। কিন্তু এ পর্যন্ত স্কুলগুলোর সাথে কোন যোগাযোগই হলো না কেন? তার ওপর বই 'বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে' ছাপ নিয়ে আসতে শুরু করেছে বাজারে। একে তো খুব সুলক্ষণ বলা যায় না। অব্যবস্থার আরো কিছু লক্ষণ এই সাথে রয়ে গেছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়া হবে না। ব্যস এই পর্যন্ত। তারা কি-ভাবে এ বই পাবে সে বিষয় পরিষ্কার কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বিনামূল্যে না হয় স্কুলগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা যাবে; কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়গুলো কি তা বিক্রির দায়িত্ব নেবে? তা নিতে হলে অন্য সমস্যা দেখা দেবে। টাকা-পয়সা, লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ—নতুন কিছু জটিল দায়িত্ব [illegible] ওপর বর্তাবে। সে প্রবৃত্তি উচ্চ [illegible] অথচ স্কুলগুলোর মাধ্যমে [illegible] দেয়ার ব্যবস্থা না [illegible] সরবরাহ করতে হবে বাজারে। আর বাজারে তো আর গুনে বই সরবরাহ করা যাবে না।

একদিকে বাজারে ঢালাও সরবরাহ আর অন্য-দিকে বিনামূল্যে স্কুলের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা। এ দুটো থেকে আর এক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশী। এগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার ব্যবস্থা এক্ষুণি নেয়া দরকার। বোর্ডের বই নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে কেলেঙ্কারি কম হয়নি। বই প্রকাশ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অব্যবস্থার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডাকঘরের মাধ্যমে বোর্ডের বই বিক্রির যে ব্যবস্থা হয়েছিল সে দুঃখজনক স্মৃতি ছাত্র ও অভিভাবকদের মন থেকে এখনো মুছে যায়নি। এখনো ডাকঘর-গুলোতে বইয়ের পাহাড় জমে আছে। ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট করে দোকানীদের নেয়ার জন্য বলা হলে তারা নাকি তাতে ভরসা পাচ্ছে না। কারণ বোর্ড থেকে কমিশন পাওয়া যায় ২০ থেকে ২২ শতাংশ হারে। সে ক্ষেত্রে ডাকঘরে জমা বইয়ের হিসেব করতে হলে গচ্চা অনেক বেশীই দিতে হবে। নইলে তা যে উঁই পোকার খাদ্য হবে।

এগুলো সবার জানা ব্যাপার। বোর্ডের বই নিয়ে কিছু অজানা খবর যখন বের হয় তখন তাজ্জব বনতে হয়। একই দিন অন্য এক পত্রিকায় বেরিয়েছে বোর্ডের বই বিক্রি নিয়ে অর্থ আত্মসাতের কাহিনী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই বিক্রির ক্ষেত্রে ভুয়া হিসেব দেখিয়ে নাকি আত্মসাৎ করা হয়েছে আট লাখ টাকা। অডিট রিপোর্টে বিষয়টি ধরা পড়েছে। খবরে উল্লেখ রয়েছে যে, বোর্ডের এজেন্টদের বরাদ্দপত্রে ব্যাঙ্কের ভুয়া স্ক্রল বসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ মহল এ টাকা আত্মসাৎ করেছে। বই বিক্রি বাবদ টাকা আসলে নাকি বোর্ডের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেয়া হয়নি। বোর্ডের প্রায় দু'কোটি বইয়েরও নাকি খোঁজ নেই। এসব প্রকাশ পেয়েছে অডিট রিপোর্টে।

বই বিতরণে অব্যবস্থা যেখানে অরাজকতার পর্যায়ে পেঁৗছেছিল সেখানে টাকা আত্মসাতের এসব ঘটনা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছুসংখ্যক লোকের মানসিকতা প্রকাশ করছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়টি যার সাথে সরাসরি জড়িত তা নিয়ে কারচুপি করতেও এদের বিবেকে বাধে না। এ মানসিকতা কাজের ক্ষেত্রে অরাজক অবস্থাকে বাড়িয়ে তুলছে। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই হওয়া প্রয়োজন। এই সাথে সন্ধান নিতে বলি, কি করে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বই বাজারে চলে এলো [illegible] একটা দাঁও মারা কি